থাক্, এমন কি সাধ্যদশাতেও সুখরূপত্ব ১৷১৮৷১২ শ্লোকে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীসূতমুনিকে বলিয়াছেন—"হে মুনিবর! আমরা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলাম, তাহা অবিশ্বসনীয়। যেহেতু ইহাতে বহু বৈগুণ্য আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। অধিকন্তু এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে, ইহাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে উত্থিত ধূমে আমাদের শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবম্ভুত অবস্থায় আপনি আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণপদ্মের মধুর মকরন্দ সম্যক্‌রূপে পান করাইতেছেন। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৯৯॥

এই কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞে, অনাশ্বাসে অর্থাৎ অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্য বশতঃ ফলের নিশ্চয়তা নাই। যেমন কৃষিকার্য্যে জমিতে বীজাদি বপন করিলেই যে অবশ্যই ফললাভ হইবে, সে বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। ইহা দ্বারাই ভক্তির বিশ্বসনীয়ত্ব ধ্বনিত হইতেছে। ধূমের দ্বারা ধূম্র অর্থাৎ বিরঞ্জিত আত্মা অর্থাৎ শরীর ও চিত্ত যাহাদিগের, সেই আমাদিগের। এস্থলে "ধূম্রধূম্রাত্মনাং"—এই পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ সেই আমাদিগকে এই প্রকার বুঝিতে হইবে। পাদপদ্মের যশরূপ আসব অর্থাৎ মকরন্দ; মধু অর্থ মধুর। এস্থলে যজ্ঞের ন্যায় অন্য যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের সাধনকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নিখিল কর্ম্মসাধনই দুঃখকর, এবং অভীষ্ট ফলদানে তাহাদের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভক্তির যাবতীয় অঙ্গগুলিই সাধন ও সিদ্ধ—উভয় অবস্থাতেই সুখপ্রদ এবং ফলপ্রদানে তাহাদের কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এইপ্রকারে এস্থলে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসুতমুনির সমীপে ব্যতিরেকমুখে ইহাই বলিতেছেন যে—ভক্তির সাহায্য গ্রহণ করি নাই বলিয়া কেবল কর্ম্মের দ্বারা আমরা দুঃখভোগই করিতেছিলাম। এইপ্রকারই ১২৷১২৷৫৪ শ্লোকে শ্রীসূতমুনি বলিয়াছেন যে—

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো<br>
বর্ণাশ্রমাচার তপঃ শ্রুতাদিষু।<br>
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-<br>
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥

অর্থাৎ বর্ণ এবং আশ্রমের উচিত আচারে, তপস্যায় এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে মানবগণ যে মহান পরিশ্রম করে, তাহা যশঃ ও সম্পত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ যশঃ ও সম্পত্তি লাভকেই তাহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। তজ্জন্যই